মুজিবনগর সীমান্তে ২৯ বাংলাদেশিকে বিজিবি’র কাছে হস্তান্তর

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সীমান্ত দিয়ে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ২৯ জন বাংলাদেশিকে বিজিবি’র কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় তাদের হস্তান্তর করা হয়। ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে সীমান্তের ১০৫ পিলারের কাছে শূন্যরেখায় আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ২৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবি’র কাছে হস্তান্তর করে।

হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১১ জন পুরুষ, ১৭ জন নারী ও ১ জন শিশু রয়েছেন। তারা যশোর জেলার বেনাপোলের ঢালিপাদা গ্রামে একামুল গাইন এর ছেলে মিরাজ একরামুল গাইন(১৯), যশোর নাভারণের নাভারণ গ্রামের ওসমান আলী মন্ডলের স্ত্রী আমিনা খাতুন (৩৩), যশোর নাভারণের নাভারণ গ্রামের ইউনুস মোড়লের মেয়ে নার্গিস খাতুন(৩০), যশোর শার্শা এর সেটাই গ্রামের লালন শেখের স্ত্রী রুনা খাতুন (৩০), যশোর কালিহাতীর হিদিয়া গ্রামের রহমত মোল্লার মেয়ে সালমা খাতুন (৩৩), ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উলাকল গ্রামের জাহারুল গাজীর মেয়ে সুপ্রিয়া খাতুন (২৮), ঝিনাইদহ মহেশপুরের গোয়াগারি গ্রামের আব্দুল বারেকের মেয়ে জমিলা খাতুন (৩৭), যশোর বাঘারপাড়ার দুরাঝাপ গ্রামের আকরাম সুখের মেয়ে জ্যোৎস্না (৩৫), নড়াই কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের ইসমাইল শেখের ছেলে আকরাম (২২), যশোর ঝীগরগাছা গ্রামের মশিয়ার রহমান এর ছেলে তুহিন (৩৯), যশোর কালিহাতীর হিদিয়া গ্রামের লিয়াকত খানের ছেলে সুলতান (২০), যশোর শার্শা এর অগ্রভুলাট গ্রামের শাহজাহান এর মেয়ে পায়েল (৩৩), কুমিল্লা বারুয়ার কাকের তলা গ্রামের আব্দুল শেখের ছেলে বিল্লাল হোসেন (৪৩), নড়াইল কালিয়ার বাঁধানল গ্রামের মসিব শেখের স্ত্রী রোকসানা (৪৫), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের মুসলিম সরদারের মেয়ে মমতাজ (৪৫), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের

রফিক মন্ডলের মেয়ে রেহেনা (২৪), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের রফিক মন্ডলের ছেলে উজ্জল (৪৫), নড়াইল সদরের তারাপুর গ্রামের সবুর মোল্লার ছেলে জসিম (৩৪), জসিমের স্ত্রী মোরশেদা খাতুন (২৩) নড়াইল সদরের তারাপুর গ্রামের আবুল মোল্লার ছেলে রানা মোল্লা (৩১), নড়াইল জেলার কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের আকাশ গাজীর ছেলে শেকু গাজী (৪০), নড়াইল জেলার কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল গাজীর স্ত্রী আসমা খাতুন (৫১), যশোর জেলার অভয়নগরের রানাগাতী গ্রামের ইমান আলীর ছেলে বাকি বিল্লাহ (২৪), মৌলভীবাজার সদরের দক্ষিণ সাগর গ্রামের সোনা মিয়ার সুমাইয়া খাতুন (২৫), ঢাকা কেরানীগঞ্জ কদমতলীর নুসরাত জাহান (২৫), চট্টগ্রাম আটহাজারী আব্দুল করিম সওদাগরের ছেলে নুরুল আলম (৩৬), নড়াইল জেলার কালিয়ার পেরুলী গ্রামের কাউসার শেখের মেয়ে নাজমা খাতুন (৩৬), ঢাকার মোহাম্মদপুরের সিদ্দিকুর রহমানের মেয়ে জান্নাতুল(৪১)।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাদের মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মিজানুর রহমান জানান, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশ সীমন্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবি’র কাছে হস্তান্তর করা বাংলাদেশী ২৯ জনকে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তাদের পরিচয় শনাক্ত করে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মুজিবনগরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে মারামারি, আহত ২

মুজিবনগরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে দুইজন আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, মুজিবনগর জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাব আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিন শুক্রবার বিকেলে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি

কমপ্লেক্সের গেটের কাছে অবস্থিত গ্যারেজের টিকিট কাউন্টারে এ ঘটনা ঘটে।

এ সময় বাগোয়ান গ্রামের কয়েকজন যুবকের সঙ্গে গ্যারেজের দায়িত্বরত ব্যক্তিদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে স্থানীয় গ্রামবাসী তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে বাগোয়ান গ্রামের জসীমউদ্দীনের ছেলে রহমত ও কাবিদুলের ছেলে সাদিক গুরুতর আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় মেহেরপুর জেলা সাইবার দলের সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্রদল নেতা রিয়াজ শেখ বলেন, যেহেতু টুর্নামেন্টটি এনসিপির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আহত সাদিক ও রহমত ছাত্রদল সমর্থক হওয়ায় ঘটনাটিতে কোনো পরিকল্পিত বিষয় আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

অন্যদিকে, ক্লাবের সভাপতি ও এনসিপি নেতা আরিফ খান বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বিষয়টির সমাধানের চেষ্টা করছি।

তবে একাধিক সূত্র জানিয়েছে, মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের পার্কিংয়ের দায়িত্ব ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ইজারা দেওয়া হয়েছে। একই স্থানে ফুটবল টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে গ্যারেজ বাবদ নতুন টিকিটের ব্যবস্থা করায় মূলত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

গাংনীতে ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ ৬০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনীর দুই সীমান্ত দিয়ে ভারতে আটক ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ ৬০ জন নারী-পুরুষকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেছে

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

আজ শনিবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও কাথুলী সীমান্ত দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

সকাল ১০টার দিকে কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১৪৭ মেইন পিলারের নিকট শহীদ স্মরণী অংশে প্রথম দফায় ৩০ জনকে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

বাংলাদেশের পক্ষে কাজিপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার শাহাবুদ্দিন এবং ভারতের পক্ষে ১১ গান্দিনা বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার এবিসন ফ্রান্সিস উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ হস্তান্তর সম্পন্ন করেন।

এরপর বেলা ১২টার দিকে একই উপজেলার কাথুলী সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৩/৩ এসের নিকটে দ্বিতীয় দফায় আরও ৩০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করা হয়।

ভারতের তেইমপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

বিজিবি সূত্র জানায়, ফেরত আসা ব্যক্তিদের বাড়ি মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার বিভিন্ন এলাকায়। তারা দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মুম্বাই, দিল্লি ও আসাম রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। সম্প্রতি তারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশের হাতে আটক হন এবং পরে বিএসএফের হেফাজতে দেওয়া হয়।

বিজিবি জানান, ফেরত আসা সবাইকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরিবারের জিম্মায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে সীমান্তে টহল ও নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, বিএসএফ ৬০ জন বাংলাদেশিকে বুঝিয়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্য। তারা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিল।পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে, আইনানুগ প্রক্রিয়া চলছে।

[redacted]

[redacted]

মুরগি বাজারে ব্রয়লার মুরগী, লেয়ার মুরগি ও সোনালী মুরগীতে কেজিপ্রতি ১৮০, ৩১০ ও ২৮০ টাকা স্থিতিশীল ।

মুরগি ব্যবসায়ী সাজ্জাদ বলেন, গত সপ্তাহ এবং এই সপ্তাহ মুরগির দামে কোনরকম কম বেশি নেই সব দাম একই আছে।

মাছের বাজারে রুই ১৬০, তেলাপিয়া ১৬০, পাঙাশ ১৫০, সিলভার ১০০, জিওল ২২০, চিংড়ি ১২০০, পাকাল ৭০০, টেংরা ৫০০।

মাছ ব্যবসায়ি বাপ্পা বলেন, মাছে আমদানি ঠিক থাকাই মাছের দাম তো এখন গত সপ্তাহের চেয়ে অনেকটাই কমে গেছে চাহিদা মত মাছ আনা যাচ্ছে এবং আশানুরূপ বিক্রি হচ্ছে।

সবজি বিক্রেতারা বলেন, গত সপ্তাহেও যেমন দামে বিক্রি করেছি, এখনো তেমনই চলছে। কোন সবজির দাম বাড়েনি আগের মতোই স্বাভাবিক আছে। কাচা মরিচের দাম কমেছে সপ্তাহ খানে আগে ১৪০ টাকায় বিক্রি করা কাচা মরিচে এখন ১৩০ টাকা।

অন্যদিকে সবজি ক্রেতারা জানান, এই সপ্তাহে সবজির দাম বাড়েনি, এটা আমাদের জন্য ভালো। অন্তত সংসারের হিসাবটা ঠিক রাখা যাচ্ছে। সব কিছু দাম এখন হাতের নাগালে। আবার কাঁচা মরিচের দামও নিম্নমুখী। চাহিদা মতো বাজার করতে পারছি।

মেহেরপুর তহ বাজার সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, কাঁচা বাজার এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। শাক- সবজি সবকিছুর দাম স্বাভাবিক রয়েছে। আসলে কাঁচা মালের দাম তো সব সময় আবহাওয়া তারপর আমদানির ওপর নির্ভর করে। আমদানি ঠিক থাকায় কাচামালের দাম এখন অনেক কম এবং স্বাভাবিক।

তিনি আরও বলেন, শাক-সবজি সবকিছুর দাম স্বাভাবিক রয়েছে। শাক সবজির দামে কোন রকম বৃদ্ধি নেই বরং সকল সবজির দাম এখন নিম্নমুখী। বিশেষ করে কাঁচা মরিচ দাম তো আবার ও কমেছে গত সপ্তাহের ১৪০ টাকার কাঁচা মরিচ এখন ১৩০ টাকা।

মেহেরপুরের ৪নং ওয়ার্ডে মহিলা দলের উঠান বৈঠক

মেহেরপুরের ৪নং ওয়ার্ডে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে ৪নং ওয়ার্ডের শেখপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

জাতীয়তাবাদী মহিলা দল মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সায়েদাতুন্নেসা নয়নের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।

অর্থ বিষয়ক সম্পাদক রুপালি খাতুনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, ১৭ বছর আপনাদের প্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার প্রিয় মার্কা ধানের শীষে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাননি। বারবার আমরা চেষ্টা করেছি যেন দিনের আলোতে ভোট হয় যেখানে ভোটকেন্দ্রে কোনো মাস্তান থাকবে না, আমি নিরাপদে গিয়ে আমার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারব এবং আমার অধিকার আদায় করতে পারব। কিন্তু সেই সুযোগ কি আমরা ১৭ বছরে পেয়েছি? কখনোই পাইনি। পাইনি বলেই ১৭ বছর আমরা লড়াই করেছি, সংগ্রাম করেছি তারেক রহমানের নির্দেশে, বিএনপির নেতৃত্বে।

এই বিএনপি এখানকার সবচেয়ে প্রিয় সংগঠন আমরা জানি, কারণ ২০০১ সালে আপনারা আমাকে ভোট দিয়ে এমপি নির্বাচিত করেছিলেন। এখানকার অনেক মা-বোন আছেন যারা আমার বাবাকেও ভোট দিয়ে এমপি বানিয়েছিলেন। আমরা ১৭ বছর সেই সুযোগ পাইনি আমরা রাজপথে ছিলাম, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সংগ্রামে ছিলাম, তারেক রহমানের নেতৃত্বে রাজপথে সংগ্রামে ছিলাম।

তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে আপনাদের প্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ঘর থেকে বের করে দিলেন, সেই বাড়ি ভেঙে দিলেন এবং মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর তাকে কারাগারে আটকে রাখলেন, এমনকি চিকিৎসার সুযোগও দেননি। আপনার ছোট ছেলে নির্বাচনের সময় প্রাণ হারিয়েছেন, আর বড় ছেলে আমাদের নেতা তারেক রহমান ১৭ বছর ধরে বিদেশে বসে দল পরিচালনা করছেন। এবার জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনার

সময় এসেছে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, গর্ভকালীন ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, গরিব মানুষের চাল, পরিবার কার্ড সবকিছু সবার জন্য নিশ্চিত করা হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। দীর্ঘ ১৬ বছর আপনারা নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেননি। জাতীয় সংসদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন সব জায়গায় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার জোর-জুলুম করে তাদের নেতাদের বসিয়েছে। আমরা ১৬ বছর শেখ হাসিনার দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, আওয়ামী লীগের নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মেহেরপুরে মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে লড়াই করেছি।

আমরা অনেকেই জেল খেটেছি, অনেক মা-বোন কারাদণ্ড ভোগ করেছেন কারো দুই বছর, কারো এক বছর, ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে। শত জুলুম-নির্যাতন উপেক্ষা করে আমরা রাজপথে লড়াই করেছি, এবং গত বছর জুলাই-আগস্ট মাসে এক রক্তাক্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা বিজয় অর্জন করেছি।

বলা হয়, বাংলাদেশের মালিক জনগণ। কিন্তু এই জনগণ যারা দিন আনে দিন খায় তারা বছরের পর বছর ভোটাধিকার ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। রাষ্ট্রের সেবা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। অথচ দেশের মালিক হয়ে গেছে কিছু কালো টাকার মালিক, কিছু সন্ত্রাসী, এবং আগেকার দিনের তথাকথিত এমপিরা।

এছাড়াও এসময় জেলা মহিলা দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি বেদানা আক্তার পলি, সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহিমা খাতুন, মহিলা দল নেত্রী ফিরোজা আক্তার পপি, বিউটি, রঞ্জনা, মল্লি, কল্পনা, শেফালী, তানিয়া, লিনা, মারিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সাবেক

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি সরোয়ার খান আর নেই

মেহেরপুর পৌরসভার ০১নং ওয়ার্ডের হোটেল বাজার শহীদ গফুর সড়কের বাসিন্দা মরহুম মংলা ড্রাইভারের সেজো ছেলে সরোয়ার খান আর নেই। তিনি কিছুদিন মেহেরপুর প্রতিদিনের বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। সাত বছর বয়সী একটি কন্যা সন্তান রয়েছে তার।

বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮ টার দিকে তিনি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। পরে কুষ্টিয়া থেকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা নেওয়ার পথে রাত পোনে ১২টার তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সরোয়ার হোসেনের জানাজার নামাজ আজ দুপুর ২ ঘটিকার সময় হোটেল বাজার নিমতলা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। পরে মরহুমকে পৌর কবর স্থানে দাফন করা হয়। জানাযা ও দাফন অনুষ্ঠানে তার আত্মীয় স্বজন বন্ধুসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী অংশগ্রহণ করেন।

মুজিবনগরের যতারপুরে অ্যাড. কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের যতারপুর গ্রামে বিএনপির গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

গণসংযোগে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান গ্রামের সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান

ছাতু, সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ, সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আসাদুল হক কালু, সাধারণ সম্পাদক সোনা গাইনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে এলাকাবাসীর ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট নেতারা।

মুজিবনগরে বিএনপির লিফলেট বিতরণ, মিছিল ও গণসংযোগ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ, গণসংযোগ ও মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর হাসপাতাল বাজারের সামনে থেকে কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি মুজিবনগর বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কেদারগঞ্জ বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় গণসংযোগের পাশাপাশি সর্বসাধারণের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়। লিফলেট বিতরণ, মিছিল ও গণসংযোগে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিএনপি দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে লড়াই-সংগ্রাম করে আসছে। আমাদের নেতাকর্মীরা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছে। এখন এমন একটি নির্বাচন দিতে হবে, যেখানে প্রশাসন দলীয়করণমুক্ত থাকবে এবং কোনোভাবেই নির্বাচন প্রভাবিত হবে না।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরের বারাদী মাদিনাতুল উলুম কওমিয়া মাদ্রাসায় সুধী সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী মাদিনাতুল উলুম কওমিয়া মাদ্রাসায় এলাকার গণ্যমান্য ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বারাদী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এ সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে মাদ্রাসায় আগামী ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য ৪৩তম ওয়াজ মাহফিল ও সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মাদ্রাসা কমিটির সহ-সভাপতি হাজী আক্কাস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আমির হোসেন, মুফতি জুনায়েদ আল হাবিবি ও সিরাজুস সালেকীন।

মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা শফিকুল ইসলাম বলেন, এই প্রতিষ্ঠান আপনাদের, আপনাদের সহযোগিতায় আজ এই প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত এসেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের একজন খাদেম মাত্র, এর বেশি পরিচয় দিতে চাই না, নিতেও চাই না।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে এই মাদ্রাসায় ৪৫০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে। এখানে জামাত বিভাগ, হেফজ বিভাগ, নূরানি বিভাগ এবং নূরানি কিন্ডারগার্টেনের তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান চলছে। আমরা আগামী বছরের শুরুতে নূরানি কিন্ডারগার্টেনের চতুর্থ শ্রেণির কার্যক্রম শুরু করব। নতুন বিভাগ চালু করতে হলে আমাদের একটি নতুন ভবন প্রয়োজন। এজন্য আপনাদের সহযোগিতার হাত আরও প্রসারিত করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

সুধী সমাবেশে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মাদ্রাসার পরিবেশ মুখরিত হয়ে ওঠে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বীজ উৎপাদন খামারের উপ-পরিচালক মিনহাজ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, ইউপি সদস্য কামরুজ্জামান মুকুল, বারাদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলু, মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম,

মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।